দিনে ভর্তি গড়ে চার’শ, অধিকাংশের জ্বর-শ্বাসকষ্ট

জনবলসংকট, চিকিৎসক স্বল্পতা এবং অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা।

সরকারি কাগজপত্রে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে এখানে জনবল কাঠামো মাত্র ১০০ শয্যার। ফলে প্রতিদিন চারশোরও বেশি রোগীর চাপ সামলাতে হচ্ছে অপ্রতুল জনবল দিয়ে।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখা গেছে, হাসপাতালে ২৫০টি শয্যা থাকলেও হাসপাতালের মেঝে ও বারান্দাতেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ২৫০ শয্যার বিপরীতে হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪০০ রোগী। এর সঙ্গে একজন রোগীর সঙ্গে রয়েছেন আরও দুই থেকে তিনজন স্বজন। ফলে হাসপাতাল লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৩২৭ রোগী। এর মধ্যে শুধু পুরুষ ওয়ার্ডেই ভর্তি রয়েছে ১৩৪ রোগী। ১০০ শয্যার বিপরীতে চিকিৎসকের পদ আছে ৪১টি। এর মধ্যে কর্মরত আছেন ২৯ জন।

তবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে চিকিৎসক না থাকায় চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। সিনিয়র মেডিসিন কনসালটেন্টের পদ শূন্য রয়েছে। একজন অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন, ঈদের আগে জরুরিভাবে তার বদলি হয়ে গেছে। ফলে মেজর অপারেশন বন্ধ রয়েছে। ২ জন শিশু কনসালটেন্টের বিপরীতে আছেন একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট, ৭ জন মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে আছেন মাত্র ২ জন। অফিস সহায়কের ৪টি পদই শূন্য। অ্যাম্বুলেন্স ৩টি থাকলেও চালক মাত্র ১ জন। ৫ শয্যার আইসিইউ ওয়ার্ড আছে, কিন্তু আইসিইউর জন্য নির্ধারিত জনবল নেই।

সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন তার বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন দুই দিন। বেড না পেয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন বারান্দায়।

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন উজুলপুর গ্রামের আব্দুর রহিম। তিনি জানান, ঈদের ছুটি থাকায় ঠিকমতো ডাক্তার আসেননি। তবে আজ সকালে ডাক্তার দেখে গেছেন।

হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবিকা স্বপ্না খাতুন জানান, ঈদের দিন রাত থেকে রোগীর চাপ বেড়েছে। শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা, পেটব্যথাসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছেন।

গতকাল সোমবার পুরুষ ওয়ার্ডে রোগী দেখছিলেন কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজিস্ট) কাজল আলী। তিনি জানান, “পুরুষ ওয়ার্ডের অধিকাংশ রোগী শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। রোগীভেদে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে শ্বাসকষ্টের রোগীদের অধিকাংশই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধূমপানে আসক্ত হওয়ায় তাদের এ সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে।”

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. সাজ্জাৎ হোসেন বলেন, “আমি মাত্র দুই মাস হলো এখানে এসেছি। তারপরও গত মাসে হাসপাতালের জনবলসংকট নিয়ে অধিদপ্তরে চিঠি লিখেছি, ভিডিও কনফারেন্সেও বলেছি। নতুন পদায়ন দেওয়া তো দূরের কথা, এখান থেকে চিকিৎসক বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক পদায়ন করা হলে মেহেরপুরবাসী এ হাসপাতাল থেকে ভালো চিকিৎসাসেবা পাবে এবং আমরাও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পারব।”

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রোগীর স্বজনদের হামলা, ভাংচুর

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেবিকা ও ওয়ার্ড বয়দের উপর হামলা চালিয়ে রোগীরা স্বজনরা। এসময় বেশ কিছু আসবাবপত্রও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতার কারণে কর্মবিরতিতে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সোমবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে দশটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের লোকজনের উপর।

জানা গেছে, সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমানের আত্মিয় একই ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের আলী হোসেন (৭২)

পুরুষ ওয়ার্ডের বি-৩২ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সকালে ওয়ার্ড ভিজিটের সময় রোগীর এটেনডেন্টকে ওয়ার্ডের বাইরে অপেক্ষা করতে বললে, তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজনকে ফোন দেন। এসময় শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতির ছোট ভাইসহ বহিরাগত আট দশ জন এসে ওয়ার্ডব, নার্স ও ডাক্তারদের উপর চড়াও হয়। এসময় ওয়ার্ড বয় হিমেল, ওয়ার্ড মাস্টার সেলিম সহ কয়েকজন আহত হয়।

হামলার ঘটনা জানতে পেরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেন এবং সংক্ষুব্ধদের তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে কথা বলার ফাঁকে বহিরাগত আরো কয়েকজন সেখান থেকে বের হয়ে পাশে হাসপাতালের হিসাবরক্ষকের রুমে ভাঙচুর চালায়। এ সময় সিনিয়র স্টাফ নার্স বিউটি খাতুনসহ কয়েকজন সেবিকা ও ওয়ার্ডবয় লাঞ্ছিত হয়। ঘটনার পর শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আাবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) মো: ওবায়দুল্লাহ বলেন, ‘হাসপাতালে ওয়ার্ড ভিজিটের সময় এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা একটি নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।

শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি বলেন, ‘ঘটনার কথা শুনে আমি হাসপাতালে গেছিলাম।হাসপাতাল সুপারের সাথে কথা হয়েছে। ছোট একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, সমঝোতার প্রক্রিয়া চলছে।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জামির মোঃ হাসিবুর সাত্তার বলেন, ‘মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। তবে একজন জনপ্রতিনিধি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ কাম্য নয়। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা আজকে যে তাণ্ডব চালিয়েছে এতে হাসপাতলের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। হাসপাতালের সকল স্টাফ কর্ম বিরতিতে যেতে চাচ্ছে। আমরা হাসপাতালের সকল স্টাফ মিটিংয়ে বসে একটি সিদ্ধান্ত নেব। আগের ঘটনাগুলোতে পুলিশে অভিযোগ করে কোন ফল পাওয়া যায়নি, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার আদালতে মামলা করব।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ কনি মিয়া বলেন, ‘হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন অভিযোগ করেনি। আমি বাইরে থেকে ঘটনা শুনে

ইন্সপেক্টর তদন্তকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ‘

কাজ শেষ হয়নি, মেহেরপুর হাসপাতালের ভবন উদ্বোধন আজ

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ১১ তলা ভবনের উদ্বোধন আজ (১২ নভেম্বর) রবিবার।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন আজ বিকাল ৩টায় এ ভবন উদ্বোধন করবেন। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঠিক আগ মুহুর্তে তড়িঘড়ি করে এ উদ্বোধনকে ঘিরে চলছে অসন্তোষ ও সমালোচনা।

১১ তলা ভবনের সবে মাত্র ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয় ৬ তলার। ৭ম ও ৮ম তলার কাজ চলমান। বাকি ৯ম, ১০ম ও এগারো তলার কোন কাজের টেণ্ডার এখনো হয়নি। যে ৬ তলার কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে এখন পর্যন্ত আসেনি কোন আসবাবপত্র কিংবা হাসপাতালের যন্ত্রাংশ। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবন পরিদর্শন করে এসব চিত্র দেখা গেছে। উদ্বোধনের জন্য তড়িঘড়ি করে উদ্বোধন ফলক সাটানো হয়েছে। সেখানে দৃষ্টিনন্দনের কাজ চলছে। ভবনে ওঠানামা করার জন্য র্যাম্প সিড়ি, সাধারণ সিড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। চারটি লিফট স্থানের স্থান নির্ধারণ করা আছে এর মধ্যে পশ্চিম পাশে দুটি স্থাপনের কাজ চলছে। পূর্ব পাশে দুটি লিফটের স্থান ফাকা রয়েছে। ভবন উদ্বোধন করার পর সেখানে লোকজনের আনাগোনা শুরু হলে

দুর্ঘটনা সম্ভাবনা রয়েছে।

হাসপাতালের ৭ম তলায় কাজ করছেন জাকাউল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার কোরবান আলী জানান, আমরা ৭ম তলায় কাজ করছি। ৭ম তলার কাজ শেষ করতে এখনো দুই মাসের অধিক সময় লাগবে।

ভবনের স্যানিটারি, পানিসহ অন্যান্য ফিটিংসের কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর হোসেন নামের এক মিস্ত্রি। তিনি বলেন, ৬ তলা পর্যন্ত প্লাম্বিং, স্যানিটারি, ইলেকট্রিকসহ ফিটিংসের সকল কাজ শেষ হয়েছে। সাত তলা ও আট তলায় প্লাস্টারের কাজ চলছে। কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হলে আমরা ওই সকল ফ্লোরগুলোতে কাজ শুরু করবো।

হাসপাতাল এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে এ ভবন উদ্বোধন করছেন প্রতিমন্ত্রী সাহেব। যে ভবনের কাজ এখনো ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে। মানুষের সাথে তিনি উন্নয়নের নামে প্রতারণা করছেন। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া কাজ তিনি দ্রুত করার নির্দেশ দিতে পারতেন অথবা তদারকি করে দ্রত কাজ শেষ করে উদ্বোধন করতে পারতেন। তাহলে মেহেরপুরবাসী উপকৃত হতো।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, উনি (প্রতিমন্ত্রী) উনার নামটা রেখে যেতে চাচ্ছেন। এটা তদারকি করে অনেক আগেই নির্মাণ কাজ শেষ করাতে পারতেন। মনোনয়ন টিকিয়ে রাখার চেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি তফসিল ঘোষণার আগে এ কাজ করছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ১১ তলা বিশিষ্ট পুরো ভবনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭৫ কোটি টাকা। পুরো কাজ শেষ না হওয়ায় হাসপাতালকে এখনো ভবন হস্তান্তর করা হয়নি। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের

নির্দেশে ভবন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকত

তিনি আরো জানান, নতুন ভবনের জন্য ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগে নির্দিষ্ট শাখায় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা পাঠানো হয়েছে। নতুন ভবনের জন্য কোন আসবাবপত্র আসেনি। ভবন উদ্বোধন হলে আপাতত বহির্বিভাগটা স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা করছি।

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভুরাম পাল বলেন, ভবনটি ১১ তলা হলেও প্রকল্প পাশ হয়েছে ৮ তলার। বাকিটা দরপত্র এখনো হয়নি। ৮তলায় ৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৬তলা পর্যন্ত সকল কাজ শেষ হয়েছে। হাসপাতালের যন্ত্রাংশ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আসবে। সেগুলো আসতে সময় লাগবে। তবে উদ্বোধন হলেও আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হবে না। হাসপাতালের পুরাতন বেড ও আসবাব দিয়ে আপাতত সেখানে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

মেহেরপুর হাসপাতালে ওয়ার্ডমাস্টারের হাতে চিকিৎসক লাঞ্ছিত!

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আউটসোর্সিং এ নিয়োগপ্রাপ্ত ওয়ার্ডমাস্টার সজল ইসলামের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন মেডিক্যাল অফিসার ফরহাদ পারভেজ।
গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের

সিঁড়ির নিচে এ লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ওয়ার্ডমাস্টার সজল শহরের বোসপাড়ার শাবান আলীর ছেলে। নিরাপত্তার অভাবে লাঞ্ছিত হয়েও বিষয়টি নিয়ে নিশ্চুপ ছিলেন ওই চিকিৎসক। পরে তিনি মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাসপাতালের ডাক্তার ও বাইরের একজন লোক সিঁড়ি থেকে নামতেই ওই ওয়ার্ডমাস্টার সজল ডাক্তারকে পেছন থেকে জামা ধরে টানাটানি ও গালি দিচ্ছিলেন। এসময় মেডিকেল অফিসার ছুটে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে কি নিয়ে এ লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটেছে তা কেউ জানাতে পারেননি।
তবে, চিকিৎসক ফরহাদ পারভেজের কথা বলতে চাইলে তিনি লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্বীকার করলেও বেশি কথা বলতে চাননি।
হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান বলেন, চিকিৎসক ফরহাদ পারভেজ মেইল ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা দিয়ে ওষুধ কোম্পানীর একজন প্রতিনিধিসহ সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। এসময় পেছন থেকে টেনে ধরে লাঞ্ছিত করেন ওয়ার্ডমাস্টার সজল। তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের তত্বাবধায়ক খুলনাতে একটা মিটিংএ গেছেন। তত্বাবধায়ক ফিরলেই এই বিষয়টি নিয়ে বসা হবে।
মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, এই বিষয় শুনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। হাসপাতালের আরএমও মেহেদী হাসান চার্জে রয়েছেন। লাঞ্ছিত চিকিৎসক ফরহাদ পারভেজকে থানায় গিয়ে জিডি বা মামলা করার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া আমি মৌখিকভাবে মেহেরপুর পুলিশ সুপার ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। তারা আমাদের সকল বিষয়ে পাশে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ওয়ার্ডমাস্টার সজলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাকে হাসপাতাল চত্তরে পাওয়া যায়নি। পরে মেহেরপুর প্রতিদিন অনলাইন পোর্টালে সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ফোনে জানান, তিনি ভুল করে রিপ্রেজেন্টেটিভ ভেবে ডাক্তারের সাথে এ ধরণের আচরণ করেছেন। তিনি আত্মগোপনে ছিলেন না এবং ডাক্তারকে গালাগালিও করেননি।